করোনা সঙ্কটে অভিবাসীর সুরক্ষা
রামরু'র সুপারিশমালা

শনিবার, ৪ঠা এপ্রিল ২০২০ বিকাল ৩টায় রামরুর অনলাইন প্রেস কনফারেন্সে পেশকৃত প্রতিবেদন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত ১১ই মার্চ ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ এর বিস্তারকে মহামারী ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশেও এর সংক্রমণ ঘটেছে। সংক্রমণের বিস্তার রোধে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, গণমাধ্যম, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ জনগণ যে যার অবস্থান থেকে কাজ করে চলেছে। এই সংকটের শুরু থেকে রামরু তার অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করছে। তাদের প্রয়োজনগুলো তুলে ধরতে রামরু তৈরী করেছে এই প্রতিবেদন।

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৬-৭ লক্ষ নারী এবং পুরুষ কর্মের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেন। শ্রম অভিবাসীদের পাশাপাশি ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে একটি বড় সংখ্যার বাংলাদেশী-বংশদ্ভুত নারী ও পুরুষ (ডায়াসপোরা) স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। করোনা পরিস্থিতিতে এই দুই ধরণের অভিবাসীরাই গভীর সংকটের পড়েছেন এবং্ উদ্বেগের সাথে দিন কাটাচ্ছেন। সৌদি আরব, কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রায় ১৫০,০০০ অভিবাসী আটকা পড়েছেন। যাদের বৈধ ভিসা নেই এমন দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসীরা কাজ এবং আয়ের অভাবে না খেয়ে দিনাতিপাত করছেন। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিদেশের মাটিতে মারা গেছেন ৬০ জন (দৈনিক প্রথম আলো, ১ এপ্রিল ২০২০)।

করোনা ভাইরাস বিস্তারের সময়টিতে বেশ কিছু অভিবাসী এবং ডায়াসপোরা বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ফেরত আসা অভিবাসীরা কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম মানছেন না এই খবর প্রকাশিত হবার পর হতে রামরুর বিভিন্ন কর্ম এলাকায় গ্রামবাসীদের হাতে অভিবাসীরা নানা ধরণের নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। অভিবাসী পরিবারগুলোকে একঘরে করা হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের গ্রামে থাকতে দিতে চাইছে না। সংবাদ মাধ্যমে জানা যায় কোথাও কোথাও অভিবাসীদের উপর আক্রমণ ও চাঁদাবাজি হয়েছে। চিকিৎসা সেবা নিতে গেলেও তারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

রামরু উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে করোনা সংক্রমণের উৎস হিসেবে মূলত অভিবাসীদেরকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। অন্যান্য জনগোষ্ঠী যেমন- ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত যাত্রীদের ব্যাপারে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। অনেক ক্ষেত্রে তারাও কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার ভেতরে সেভাবে আসেননি কিন্তু তা নিয়ে তেমন তোলপাড় হয়নি।

আশা করা যায় কিছু দিনের মধ্যে বিশ্ব সমাজ করোনা ভাইরাস হতে পরিত্রাণ পাবে। তবে করোনা ভাইরাস কেবলমাত্র জনস্বাস্থ্য দুর্যোগই নয়। বিশ্ব অর্থনীতির যে সব ক্ষেত্রে এর দীর্ঘ মেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তাঁর মধ্যে অভিবাসন অন্যতম্ । এমনিতেই বাংলাদেশে অদক্ষ এবং আধা দক্ষ শ্রমবাজার বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। উপসাগরীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো অদক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ কমানোর জন্য ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। তেলের বাজার, পর্যটন এবং ক্যাপিটাল মার্কেটে করোনা ভাইরাসের প্রভাব পড়ায় উপসাগরীয় দেশগুলো বিশেষ করে আরব আমিরাত, সৌদি আরব এবং বাহরাইন ইতিমধ্যেই নতুন শ্রমিক নিয়োগ স্থগিত করেছে।

গতবছরের তুলনায় এ বছরের প্রথম ৩ মাসে বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রবাহ কমেছে ১২ শতাংশ এবং সামনে তা আরো কমবে। রেমিটেন্স প্রবাহে নিম্নগতি জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার পাশাপাশি রেমিটেন্স নির্ভর পরিবারগুলোতে দেখা দেবে ক্রান্তিকালীন দারিদ্র। এসব পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস স্থানীয় বাজারের উপরে প্রভাব ফেলবে।

দীর্ঘমেয়াদে করোনা ভাইরাসের সব ফলাফলই কিন্তু নেতিবাচক হবেনা। করোনা ভাইরাসের কারণে পরবর্তীতে কিছু নতুন কাজেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। জার্মানী মেডিকেল ষ্টাফ এর স্বল্পতা মেটাতে সে দেশ অভিবাসী ও শরণার্থীদের ব্যবহার করছে। যেসব অভিবাসীদের নিজ দেশের চিকিৎসা ডিগ্রি রয়েছে কিন্তু অভিবাসনের দেশে চর্চার অনুমোদন নেই তাদেরকে করোনাভাইরাস চিকিৎসা সেবায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রায় তিন শতাধিক শরণার্থী চিকিৎসা কর্মী এখন জার্মানীতে করোনা রোগীর সেবায় নিয়োজিত আছে। আমেরিকা, জাপান, কানাডা, এবং অন্যান্য ইউরোপিয় দেশসমূহ তাদের মেডিকেল সামগ্রী, ডাক্তার, নার্স, মাইক্রোবায়োলজিষ্ট, বায়োকেমিষ্ট এবং ল্যাব টেকনেশিয়ানের ঘাটতির কথা উল্লেখ করছে। এসব ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে যা ভবিষ্যতে অভিবাসনের সুযোগ তৈরি করবে।

এ অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদের এখনই বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

জরুরী ভিত্তিতে করণীয়

১. শোকপ্রস্তাব এবং ঋণ প্রদানের জন্য তহবিল গঠন

অভিবাসীরা আশা করছেন অভিবাসনের দেশগুলোতে করোনা ভাইরাসে যারা মারা গেছেন তাদের অবদান তুলে ধরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোক প্রকাশ করবে। রামরু প্রস্তাব করছে দেশে এবং বিদেশে যারা করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাদের জন্য আগামী রবিবার, ১২ই এপ্রিল ২০২০ দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীরা সকাল ৯টায় (যার যার সময়) ১ মিনিট নীরবতা পালন করব।

দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানীমুখী শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরী দেবার জন্য সরকারের ৫০০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন (দৈনিক প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০২০) প্রশংসনীয়। একই ভাবে বিদেশে কর্মহীন অভিবাসীদের পরিবারের জন্য বিনাসুদে ঋন ও ক্ষেত্র বিশেষে অনুদানের জন্য তহবিল গঠনের দাবী জানাচ্ছি।

২. অভিবাসনের দেশে সুরক্ষা

সৌদিআরবসহ বেশ কিছু মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জানিয়েছে যে, নিয়মিত-অনিয়মিত সকল অভিবাসীকেই করোনা প্রশ্নে বিনা খরচে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হবে। যে সব দেশ এখন পর্যন্ত অভিবাসী শ্রমিকদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা এবং এর চিকিৎসার জন্য সুযোগ দেয়নি তাদের অবিলম্বে এই সুযোগ প্রদানের জন্য আহ্বান জানাতে হবে। এই দুর্যোগ মোকাবেলায় নাগরিক এবং অভিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাটা কার্যত সে দেশের জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তাকেই যে হুমকীর মুখে ফেলবে তা তাদের বোঝাতে হবে।

বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের দূতাবাস সমূহ তাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে অভিবাসীদের সেবা দেবার চেষ্টা করছেন। তারা সরকারকে অভিবাসীদের দূর্দশা জানাচ্ছেন এবং খাদ্য সহায়তা দেবার জন্য অনুরোধ করছেন। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে। রামরু দাবী করছে এটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের তহবিল হতে দ্রুত বাজেট বরাদ্দের ।

অনেক ক্ষেত্রে একই স্থানে বহু সংখ্যক অভিবাসী কর্মী গাদাগাদি করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে। সেখানে ভাইরাস সংক্রমণ বন্ধ করার জন্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। তাদের সুরক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সেই সাথে তারা নিজেরা কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তা দূতাবাসগুলোকে বাংলা ভাষায় অবহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

যে সব অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী দেশের স্বাস্থ্যখাতসহ অন্যান্য জরুরী সেবায় দায়িত্ব পালন করছেন তাদের যথাযথ মাস্ক এবং বিধিসম্মত পোশাকসহ সুরক্ষার সব ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. অভিবাসীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

অভিবাসী কর্মীরা দেশের সোনার সন্তান। সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের মর্যাদা সমুন্নত রেখে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কাজগুলো করা। এ দায়িত্ব সবার- কর্তব্যরত পুলিশ, সেনাবাহিনী, সরকারী কর্মকর্তা, চিকিৎসক, গণমাধ্যম এবং এলাকাবাসীর। স্থানীয় পর্যায়ে অভিবাসীদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের টেলিফোনের মাধ্যমে অভিবাসী পরিবারগুলোতে তাৎক্ষণিক চাহিদা নিরূপন করা প্রয়োজন। যে সব পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তাদের ইউনিয়ন, উপজেলা ও ডি.সি.অফিসের খাদ্য গ্রহীতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. বায়রা এবং রিক্রুটিং এজেন্সির করণীয়

অভিবাসী শ্রমিকদের এই দুর্দিনে রিক্রুটমেন্ট সেক্টরকে বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে হবে। কিছু অভিবাসন প্রত্যাশী অভিবাসনের টাকা আংশিক পরিশোধ করেছেন কিন্তু তাদের কাগজ এখনো প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়নি। আরো কিছু কর্মী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু যেতে পারেননি। এই অবস্থায় বায়রার উপর দায়িত্ব বর্তায়, সকল রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে এই দুই গ্রুপের কত জন অভিবাসী প্রত্যাশী আছে তাঁর হিসেব নেওয়া এবং এদের একটি তালিকা তৈরি করা। সরকারেরও দায়িত্ব এই তালিকা বায়রার কাছে চাওয়া। জরুরীভিত্তিতে বায়রার উচিৎ তার সদস্যদের কাছে থেকে চাঁদা নিয়ে একটি জরুরী তহবিল গঠন করা। সেই তহবিল হতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে, টাকা পরিশোধ করেছে কিন্তু যেতে পারেনি এমন পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করতে হবে । তাছাড়া এখনো যাদের

কাগজ প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়নি রিক্রুটিংএজেন্সিগুলোকে তাদের টাকা ফেরত দিতে হবে। একই সঙ্গে করোনা সংকট শেষ হলে যাদের নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়েছিল তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং নতুন কোন খরচ যুক্ত না করে বিদেশে যাবার সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিকদের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ মিশন এবং মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা দিবে ।

৫. ফেরত আসা অভিবাসীর ম্যাপিং ও রিটার্নী ডাটাবেজ তৈরী করা

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার পর থেকে দেশে ফেরত আসা অভিবাসীদের সংখ্যা ও অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরী হয়ে পরে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সরাসরি হস্তক্ষেপে ফেরত আসা অভিবাসীদের কোয়ারেন্টাইনের জন্য খুঁজে বের করবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বেসামরিক বিমান চলাচল ও ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সাথে ডাটা বিনিময় করে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় শান্তি ও দুর্যোগকালীন সময়ে ফেরত আসা অভিবাসীদের তালিকা ও তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অবিলম্বে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রিটার্নী ডাটাবেজ তৈরী করা উচিত।

৬. রেমিটেন্সের স্থিতিশীলতা

অভিবাসী কর্মীরা বিদেশ থেকে যেন নিজ পরিবারের কাছে অর্থ পাঠানো অব্যাহত রাখতে পারে সে জন্য সে দেশে অবস্থিত রেমিটেন্স প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশকে আহ্বান জানাতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে রেমিটেন্স প্রবাহকে স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকার বর্তমানে যে প্রণোদনা দিচ্ছে করোনা ভাইরাসের প্রেক্ষিতে সেই প্রণোদনার হার বাড়িয়ে দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারে।

৭. সরকারি বিনিয়োগ

আমরা আনন্দের সাথে লক্ষ্য করেছি, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ওয়েজ আর্নার্স ওয়েল ফেয়ার বোর্ড অভিবাসীদের শ্রমগ্রহণকারী দেশে সেবা দানের জন্য অর্থ সরবরাহ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগকে সহায়তা করার জন্য সরকারকে তার বাজেট থেকে ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদানের প্রস্তাব করছি। কারণ অভিবাসীরা শুধু তাদের আমানতের টাকা থেকেই সেবা পাবে এটি নৈতিক নয়। চাই সরকারের বিনিয়োগ।

৮. করোনার জেন্ডার প্রভাব মোকাবেলা

অভিবাসনের উপর করোনা ভাইরাসের প্রভাব নারী ও পুরুষভেদে ভিন্ন হবে । মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশী নারীর একটি বড় অংশই গৃহকর্মে নিয়োজিত। বাংলাদেশী নারী গৃহকর্মীরা গৃহের অভ্যন্তরে কাজ করার কারণে করোনার ঝুঁকিমুক্ত আছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে গৃহকর্তা তাদের সুরক্ষার জন্য কী করছেন তা যাচাই করবার সুযোগ নেই বললেই চলে। এসকল নারী যেন কোনভাবেই প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ছাড়া করোনা আক্রান্ত মানুষের সংস্পর্শে না আসেন বা তাদের সেবার কাজে যেন ব্যবহৃত না হন, এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন্।

৯. বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসীর অভিজ্ঞতার ব্যবহার

ইটালী ফেরত অভিবাসীদের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব কমাতে উদ্যোগ নিতে হবে। এদের অভিজ্ঞতাকে করোনা প্রতিরোধের কাজে লাগানোর মাধ্যমে তা সম্ভব। কোয়ারেন্টাইন শেষ হলে ইটালিসহ অন্যান্য দেশের থেকে প্রত্যাগতদের মধ্যে সেবা কর্মী থাকলে সরকার বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানে তাদের যোগ দেবার সুযোগ করে দিতে পারে। গণমাধ্যমগুলো ইটালীসহ অন্যান্য দেশে কি ভাবে করোনা প্রতিরোধের কার্যক্রম চলছে সে বিষয়ে জানতে তাদের ইন্টারভিউ করতে পারে। এ ধরণের কাজে সম্পৃক্ততা তাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবে পরিবর্তন আনবে।

দীর্ঘ মেয়াদে করণীয়

১. জরুরী অবস্থা নির্দেশনা/নীতিমালা তৈরী

সঙ্কটকালে শ্রম অভিবাসীর সেবা কি ভাবে দেওয়া হবে সে বিষয়ে সরকারের কোন নির্দেশনা বা নীতিমালা ইতোপূর্বে গৃহীত হয়নি। করোনাকে কেন্দ্র করে এই নীতিমালা তৈরি হয়ে যেতে পারে। একই সংগে ২০১৬ সালের অভিবাসন নীতিতে তা সন্নিবেশিত করতে হবে। ২০১৮ সালের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নির্মূল আইন সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং তাতে অভিবাসীদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে সংযোজন করতে হবে। এতে করে ভবিষ্যতে যে কোন প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে অভিবাসীদের জন্য কী করণীয় তা স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকবে । জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় অন্যান্য সেক্টরের মতই অভিবাসীদের বিশেষ বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি এই নিদের্শনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং এর জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

২. ন্যায্য পাওনা মেটানো

যে সব অভিবাসী শ্রমিকরা দুর্যোগের কারণে কর্মচ্যুত হয়েছেন তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর আগে প্রাপ্য বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. করোনা-উত্তর অনিয়মিত অভিবাসন ও মানব পাচার রোধ

যখন অর্থনৈতিক মন্দায় গন্তব্যদেশে প্রচলিত খাতগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকের চাহিদা কমে আসবার সব ইঙ্গিত রয়েছে, বাংলাদেশে ফেরত আসা অভিবাসী এবং চাকরীচ্যুতদের অনেকেই তখন বিদেশে চাকরী নেবার জন্য মরীয়া হবেন। রামরু আশংকা করছে যে এই সুযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ও পাচার চক্র সক্রিয় হবে। এ অবস্থা মোকাবেলায় এখন থেকেই সরকারকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একদিকে যেমন প্রশাসনকে দায়বদ্ধ হতে হবে ও অভিবাসনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সচেতনতা বাড়াতে হবোঅন্যদিকে তেমনদেশের মাঝে বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে।

৪. ফিরে আসা অভিবাসীদের দক্ষতার ব্যবহার

কয়েক দশক হতে বাংলাদেশে উৎপাদন খাতে বেশ বড় সংখ্যার বিদেশী কর্মী কাজ করছে। তাদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা সরকারের কাছে না থাকলেও বাংলাদেশ হতে যে রেমিটেন্স দেশের বাইরে যাচ্ছে তা

থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। প্রতি বছরে ভারতে পাঁচ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স হিসেবে বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে। বিদেশী কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি একই ধরণের দক্ষতা নিয়ে যেসব বাংলাদেশী ফিরে এসেছে তাদের এক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব। দক্ষতাসম্পন্ন অভিবাসীদের ডাটাবেইজ না থাকাতে এটি সম্ভব হচ্ছে না। করোনা-উত্তর পরিবেশে এই কাজটি হাতে নেয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে অন-লাইনে বিশেষ দক্ষতা প্রাপ্ত কর্মীদের নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে বেসরকারী খাতের সাথে তাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি

রামরু দীর্ঘদিন যাবত দাবী করে আসছে সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু বাধ্যতামূলক করতে। টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশান ট্রেনিং সেন্টারগুলো এবং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে ল্যাব টেকনিশিয়ান অথবা মেডিকেলে সহায়তা করে এমন কোর্স ব্যাপকভাবে চালু করলে করোনা-উত্তর বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য খাতে যে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হবে বাংলাদেশী নারী ও পুরুষ কর্মীরা তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

৬. আঞ্চলিক গোষ্ঠী সমূহের দায়িত্ব

কলম্বো প্রসেস এবং আবু ধাবী ডায়ালগের অন্তর্ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে করোনা ভাইরাস পরবর্তী অবস্থায় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের দাবী করছি।

উপসংহারঃ

করোনা ভাইরাস স্মরণাতীতকালে মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় হুমকী। এই হুমকি মোকাবেলায় বাংলাদেশকে এক একটি খাত ধরে ধরে নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। অভিবাসন খাতের চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবেলার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে কিছু উপায় আমরা এখানে তুলে ধরেছি। আশা করছি এটি সরকার, সিভিল সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারী খাত সকলেই গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে।

রামরু পক্ষে,
ড. তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার
ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ, নির্বাহী সদস্য
সৈয়দ নুরুল্লা আজাদ, নির্বাহী সদস্য
ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সিকদার, নির্বাহী সদস্য
ড. সি আর আবরার, নির্বাহী পরিচালক

(প্রতিবেদনটি রামরুর ওয়েবসাইট (http://www.rmmru.org)-এ পাওয়া যাবে)